যায়যায়দিন

তারিখ ... 18 FEB 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

বাংলা ভাষার বিকৃতি

আদালতের নির্দেশ কার্যকর হোক

মাতৃভাষা বাংলার বিকৃতি রোধে টেলিভিশনে ও রেডিওতে 'বিকৃত বাংলা উচ্চারণে' অনুষ্ঠান সম্প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে ভাষা দূষণ রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ বিষয়ে বাংলা একাডেমীর সভাপতি অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করতেও সরকারকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মাতৃভাষার বিকৃতি উচ্চারণ নিয়ে একটি জাতীয় দৈনিকে নিবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর মহামান্য আদালত স্বপ্রণোদিত হয়ে এ আদেশ দেন। নিবন্ধে বলা হয় 'ভাষা দূষণ নদী দূষণের মতোই বিপজ্জনক'। আমরা মনে করি আদালতের এ আদেশ অত্যন্ত সময়োপযোগী। প্রদত্ত আদেশে বলা হয়েছে 'বাংলাভাষার পবিত্রতা রক্ষা করতে সর্বোতভাবে চেষ্টা করতে হবে। ভাষার প্রতি আর কোনো আঘাত যাতে না আসে' সে বিষয়েও সচেষ্ট হতে হবে।' আদালত আদেশের পর্যবেক্ষণে বাংলা ভাষার পূর্ব ইতিহাস ও দেশ-বিদেশে এর প্রচলনের প্রেক্ষাপট গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তুলে ধরেন।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মাতৃভাষা আন্দোলনের ৬০ বছর অতিক্রান্ত হলেও দেশের সর্বত্র বিশুদ্ধ ভাষা চর্চার কোনো কাঠামো গড়ে ওঠেনি। যে যেভাবে পারছে বাংলাভাষার বিকৃতি ঘটাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে প্রিন্ট মিডিয়া প্রমিত বাংলা চর্চার ক্ষেত্রে কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করলেও বা চেষ্টা চালালেও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া অনেক ক্ষেত্রেই লেজেগোবরে করে ফেলছে। বেতার ও টেলিভিশনে দীর্ঘদিন থেকেই ভাষা দূষণ চলছে। প্রমিত ও আঞ্চলিক, এমনকি ইংরেজি বাংলা হিন্দির মিশেল দিয়ে এমন এক ভাষা তৈরি করা হয়েছে, বিজ্ঞজনরা তার নাম দিয়েছেন বাংলিশ ভাষা। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে ও টকশোতে এবং নানা অনুষ্ঠানে আজকাল যেসব ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে, তা কেবল বাংলাভাষার মর্যাদাই হানি করছে না, রীতিমতো প্রশ্নবিদ্ধও করছে। এটা ভাষা আন্দোলনের চেতনার পরিপন্থী।

ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে ও টকশোতে এবং নানা অনুষ্ঠানে আজকাল যেসব ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে, তা কেবল বাংলাভাষার মর্যাদাই হানি করছে না, রীতিমতো প্রশ্নবিদ্ধও করছে। এটা ভাষা আন্দোলনের চেতনার পরিপন্থী।

স্মরণে রাখতে হবে, টেলিভিশন ও রেডিওর দর্শক-শ্রোতা অসংখ্য। সঙ্গত কারণেই এসব মিডিয়ার মাধ্যমে যদি ভাষার বিকৃতি ঘটে বা ভাষার অমর্যাদা হানি হয় তা কেবল দুঃখজনকই নয় উদ্বেকজনকও। কারণ এসব গণমাধ্যম দেশের মানুষকে অতি সহজেই প্রভাবিত করতে পারে।

এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, মহান ভাষা আন্দোলনের চেতনা প্রতিটি বাঙালি সত্তায় মিশে আছে। তারই আলোকে এবার পালিত হচ্ছে ভাষা আন্দোলনের ষাট বছর। ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত পথ ধরেই এসেছে মহান মুক্তি যুদ্ধ। মাতৃভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতির একটি গৌরবময় অধ্যায়। একমাত্র বাঙালি জাতি ছাড়া পৃথিবীর কোনো জাতি ভাষার জন্য প্রাণ দেয়নি। সুতরাং মাতৃভাষার অমর্যাদা করা মানে ভাষা-শহীদদের অমর্যাদা করা।

বাঙালির মাতৃগর্ভ থেকে যেমন সন্তানের জন্ম হয়, তেমনি এ দেশের জনজাতির মর্মস্থল থেকে বাংলাভাষা উদ্ভূত হয়। সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় দেশের ভূমিজ সন্তানদের জীবনরস মন্থন করে বাংলাভাষার জন্ম হয়, যা জাতির নিরলস চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে বিকশিত ও প্রসারিত হয়ে বর্তমান অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের অভিঘাতে আমরা কিছু সচেতন হলেও বারবার একই বিভ্রান্তির পথেই পা বাড়াচ্ছি। দিনের পর দিন ভাষাকে বিকৃতি করছি। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রভাষা থেকে শিক্ষার মাধ্যম এবং জীবনের সর্বস্তরে বাংলাভাষা ব্যবহারের দাবি ছিল সর্বজনীন। যাকে সামনে নিয়ে আমরা এগিয়েছি অবিচল লক্ষ্যে, স্বাধীনতার ও স্বাধিকার অর্জনে। সে লক্ষ্য থেকে আমরা ধীরে ধীরে বিচ্যুৎ হয়ে পড়ছি। জাতি হিসেবে এটা সত্যি দুর্ভাগ্যজনক। প্রশ্ন হলো, মাতৃভাষার এত বড় গৌরব ও অর্জনকে আমরা কি সঠিক উপলব্ধি করতে পেরেছি? ভাষার ব্যাপারে বাংলাদেশে আজ যা ঘটছে, তা প্রত্যক্ষ করে সহজেই বলা যায়, আমরা পারিনি। একুশের চেতনাকে কেন্দ্র করে একটি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা এখন জরুরি এবং সেটাই আমাদের মুক্তির পথ। বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করে, তার বিকৃতি ঘটিয়ে সম্ভব নয়। তাই হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সরকারকে এখন থেকেই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।